টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

বিজ্ঞপ্তি

প্রেসের মুদ্রণ সম্ভার ও কাগজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পত্রিকার বাৎসরিক মূল্য নববর্ষ হইতে শহরে তিন টাকার পরিবর্ত্তে চারি টাকা ও সডাক চারি টাকার পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকা করিতে বাধ্য হইলাম। যে পরিস্থিতিতে এই মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইলাম, আশা করি পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী সকলে ইহা উপলব্ধি করিবেন এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর চলার পথে তাঁহাদের সামগ্রিক সহযোগিতা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

—সম্পাদক

৫৮শ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা | 10th May { 1972 } | [২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৯ বুধবার] | মূল্য : ১০ পয়সা

জনতার চাপে ও, সি তিনজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলেন

সাগরদীঘি, ৯ই মে—গত শুক্রবার এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীগণেশ চ্যাটার্জী জনতার চাপে মোবেদ সেখ, ইনসান সেখ এবং খালেক সেখ নামে তিনজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন। এরা থানায় ফৌজদারী কেস করতে এলে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকাশ, গত বৎসর জুন মাসে (২০-৬-৭১) মেঘা-শিহারা গ্রামের মহসেন মোড়লের বাড়ীতে গভীর রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে, বোমা ফাটাই এবং বাসনপত্র-স্বর্ণালঙ্কার ও নগদে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। নগদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কাঁচা টাকা সরকার কর্তৃক একটি সিন্দুকে শীল মারা অবস্থায় ছিল। তারা ঐ শীল ভেঙ্গে সম্পূর্ণ টাকাই নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে সবের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে থানায় ডায়েরী করা হয়েছিল এবং সন্দেহবশতঃ ধৃত তিনজনের নাম দেওয়া হয়েছিল। এতদিন চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গায়ে কেন হাত দেয়নি জনসাধারণের তা অজ্ঞাত।

গত শুক্রবার (৫-৫-৭২) তারা মহসেন মোড়লের লোকের সঙ্গে মারামারি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কেস করার জন্য থানায় আসে। খবর পেয়ে স্থানীয় কিছু লোক ও, সি শ্রীগণেশ চ্যাটার্জীর উপর চাপ দেন যাতে ঐ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীচ্যাটার্জী বাধ্য হয়ে ঐ তিনজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন।

অঞ্চল প্রধানের অর্থকাণ্ড !

সাগরদীঘি, ৮ই মে—আজ থেকে এগারো বৎসর আগে পোপাড়া (পশ্চিম) গ্রামে বড় মসজিদের পাশে একটি আর, ডব্লিউ, এস, এস টিউবওয়েল বসাবার জন্য অঞ্চল প্রধান ডঃ বদরুল হক জয়নাল সেখের কাছ থেকে লিখিত-ভাবে ১০০ টাকা নিয়েছিলেন। জয়নাল সেখ ঐ টাকা চাঁদা হিসেবে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রধান মহাশয় আজ পর্যন্ত ঐ টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করলেন না। তাঁর নিজস্ব প্যাডে ইংরেজীতে যা লেখা আছে তার বাংলা হল—"আমি জয়নাল সেখের নিকট হইতে পোপাড়া পশ্চিম গ্রামসভার আর, ডব্লিউ, এস, এস টিউবওয়েলের জন্য একশত টাকা গ্রহণ করিলাম—ইতি, বদরুল হক ১৫-৫-১৯৬১।"

অনাবৃষ্টি

দিকে দিকে হাহাকার

বৈশাখ অতিক্রান্ত। কিন্তু কোথায় আজ কাল বৈশাখীর তাণ্ডব ঝড়—প্রবল বৃষ্টি ? আজ বৈশাখের খর রৌদ্রে প্রায় সারা বাংলা জ্বলছে। গ্রামে, গ্রামে জলাভাব। জমিগুলো ফেটে চৌচির। চাষ মাথায় উঠেছে। চাষীর মাথায় হাত। গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। অনেক টিউবয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। জলের অভাবে আম, লিচু শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জলের অভাবে পাট, ভাদুই ধান চাষে বিলম্ব ঘটছে। কিষাণ, হাল, গরু—সব বেকার। এই পরিস্থিতিতে খেটে খাওয়া মানুষের যে কি অবস্থা তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করছেন। বাঙ্গালী আজ কিসের প্রায়শ্চিত্ত করছে ?

রবীন্দ্র জয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ স্থানীয় বিজয়ী সংঘের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, ছোট গল্প ও ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস মহাশয়ের কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সাগরদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন করা হয়। 'পূজারিণী,' 'মুকুট' এবং 'একান্নবর্ত্তী পরিবার' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

—৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ ২৫শে বৈশাখের পরিপ্রেক্ষিতে ॥

কবি-প্রণাম জানান হইয়াছে। কালচক্রের আবর্তনে ২৫শে বৈশাখ আসিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরাও পবিত্র এই দিনটিকে স্মরণ করিবার নানা আয়োজন করিয়া থাকি। আমরা বলি বা শুনি—রবীন্দ্র-আদর্শ, রবীন্দ্র-ধর্ম্ম। কবির জীবনসাধনা উত্তরণের বহু কথা বলা হয় কাগজে, পত্র-পত্রিকায়, সভা সমিতির অনুষ্ঠানে। কবি কথা পুরাতন হয় নাই, হয়ও না। প্রতি ক্ষেত্রেই সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক জীবনে কবির বাণীকে রূপ দিবার আহ্বান আসে। কয়েক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে যে শপথ লওয়া হয়, অনুষ্ঠান শেষে অবস্থাটা দাঁড়ায়—'গীত শেষে বীণা পড়ে থাকে ধুলি মাঝে'। অর্থাৎ আমাদের কর্তব্যসম্পাদনের গণ্ডীটুকু ওই সভা-সমিতির অনুষ্ঠানই, আর কোথাও নয়।

জানি, ২৫শে বৈশাখের আনুষ্ঠানিক কৃত্যটি বাঙালীর তথা ভারতীয়ের বিশাল কৃতজ্ঞতার স্মারক। কবির সত্যদর্শন এবং তাঁহার তাত্ত্বিক উপলব্ধি তাঁহার লেখার স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে তাহা দেশবাসীকে শুধু উপলব্ধি করিতেই নয়, বাস্তব জীবনের প্রয়োগক্ষেত্রে আনিতে হইবে। তাহা না হইলে 'তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস'। বিশ্বকবির বাণী কোন বিশেষ যুগজীবনকে প্রভাবিত করে নাই বা মণীষার নবীনস্ফুরণের ইঙ্গিত দিয়াই শেষ হয় নাই। তিনি সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের মানবধর্ম্মের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার মানবধর্ম্ম শাশ্বত ও চিরন্তন। কালের গতিতে, যুগের অবক্ষয়েও ইহার ক্ষয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম—কোন্‌টি প্রবল এবং কোন্‌টি বড়—এমন প্রশ্ন আজ অবান্তর। কেন না, তাঁহার মধ্য হইতে যিনি যে সন্ধান পাইবেন, তাহাকেই বড় করিবেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই; তিনি এক ও অনন্য। সকল সন্ধানকারীর লক্ষ্য তিনি পূরণক্ষম। তৎসত্ত্বেও জীবনের যে সত্য, যাহার জন্য তাঁহার জীবনসাধনা—তাহা সর্ব্বদেশকালঅতিশায়ী।

কবির স্বজাতি হিসাবে আমাদের অকর্তব্য কম হয় নাই। বাংলাভাষা কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে আজিও এই রাজ্যের সরকারী ভাষা হইবার স্বীকৃতি পায় নাই। অথচ রাজ্যের কর্ণধারদের দেশ-হিতৈষণার বাছা বাছা বুলি কতই না শুনা যায়। কেন এই সম্পর্কে সর্ব্বস্তরের মানুষ সোচ্চার হইয়া উঠিল না—ইহা এক পরমাশ্চর্য্য। একই ভূখণ্ড বাংলা; নাম ভিন্ন। ওপারে ভাষা আন্দোলন হইয়াছে; প্রাণ বলি হইয়াছে। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে এক জঙ্গিশাহী। কিন্তু অত্যাচার-নিপীড়ন-বর্ব্বরতার মধ্য দিয়া নবীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল, আর সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা মর্যাদা দিলেন আপন মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা করিয়া। উল্লেখিত বাংলা ভূখণ্ডের অপর প্রান্তে চলে দফায় দফায় মন্ত্রিত্বের লড়াই ও দলের বড়াই। নিজভূমে বাংলা অপাংক্তেয়। আমরা এখানে 'আ মরি বাংলা ভাষা' গাহিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি; তাঁহারা ওখানে এই গান শুধু গাহেন না, বাস্তবরূপ দেন কাজেকর্ম্মে। বঙ্গসংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা আজ সচেতন হোন। বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দিবার জন্য দাবী তুলুন। তবেই যদি কুম্ভকর্ণদের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

২৫শে বৈশাখের আধ্যাত্মিক দিকটিকে বহু-পূর্ব্বেই বিসর্জন দিয়াছি কিনা ভাবিতে হইবে। মাতামাতি করিয়া চলিয়াছি অন্তঃসারশূন্য এক দৈন্যের মধ্যে। এ দুর্গতির অবসান কাম্য।

॥ সর্ব্বভারতীয়তার দোহাই ॥

'সর্ব্বভারতীয়তার অভিশাপ' নামে যাহা লিখিয়াছিলাম (তাং ৩রা মে), দেখিতেছি তার উগ্র প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড (একটি সর্ব্বভারতীয় সংস্থা) পরিচালিত। এখানে বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কর্মী নিয়োগে নাকি উগ্র প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; তাই কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবীকে নাকচ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পোড়াকপালের সুখবর।

রাউরকেলা, ভিলাই বা বোকারোর কারখানা ওই সর্ব্বভারতীয় সংস্থা পরিচালনাধীন হইলেও এই নীতি মানা হয় না যেহেতু তত্রত্য দেশগুলি অনুন্নত। পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যা এবং অসহনীয় দুর্গতিতে কি কেন্দ্রীয় সরকার কি সর্ব্বভারতীয় সংস্থা—কাহারও চোখ খুলে না—ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে?

বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কর্মী কি যোগ্যতায় কম? তাহাও মানিতে পারি না। তবে কি বুঝিব, যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক? বাঙ্গালীকে ভাতে মারিবার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করার এক অদ্ভুত মনোবৃত্তিতে জাতীয় সংহতির কোন্ পরাকাষ্ঠা সিদ্ধ হইবে? শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না—বাঙ্গালী কবে বুঝিবে?

প্রশ্ন

—হরিলাল দাস।

তুমি নোবেল-লরিয়েট হবার আগে—
আমরা তোমাকে হেয় করেছি।
তুমি নোবেল-বিজয়ী হবার পরে—
আমরা তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
অতিরিক্ত আড়ম্বর করেছি।
তোমার অবর্তমানে—
তোমার গ্রন্থ কিনে গৃহসজ্জা করেছি;
তোমার চিত্রে চন্দন লেপে
আদর্শকে চাপা দিয়েছি।
প্রস্তরে তোমার মূরতি গড়েছি,
অন্তরে সেই মূর্ত্তিকে ভেঙ্গেছি।
হে কবি রবীন্দ্রনাথ!
তুমি কি মোদের ক্ষমা করিয়াছ?
তুমি কি বেসেছ ভালো?

ভেজাল দ্রব্যে দণ্ড

গত ৫ই মে জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সুতী থানার মহেশাইল গ্রামের মাহাব্বৎ হোসেনকে সরিষার তৈলে ভেজালের অভিযোগে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

(প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত জলধর সেনের প্রবন্ধ অবলম্বনে)

—শ্রীঅবনীকুমার রায়

২৫শে বৈশাখ সমস্ত বিশ্বের, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের একটি বিশেষ দিন,—রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ঐদিন থেকে পক্ষকাল ধ'রে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করার জন্যে নানা রকমের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে সারা পৃথিবীতে। 'এ উৎসব শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর। কাঙ্গালের ঘরের কোহিনূর—যে আজ জগৎসভার উজ্জ্বলতম রত্ন।'

তাই আমরা কবিস্মরণে পালন করি ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠান সারা বিশ্বে। আর তা চ'ল্‌বে যুগ-যুগান্তর ধ'রে, 'কালজয়ী' কবির পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

কবি তো অমর। তাঁর 'আয়ু কি বৎসর দিয়ে গণনা করা যায়? সে যে অগণিত যুগ-যুগান্তরের কথা—শত সহস্র বৎসরের কথা। বারে বারে—কালে কালে এই কবির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে।'

যদি জন্মান্তরবাদ স্বীকার ক'র্‌তে হয়, তবে বলা যেতে পারে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিবেশে, বারে বারে কবি জন্ম নিয়েছেন এই 'হিংসায় উন্মত্ত' পৃথিবীতে শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী প্রচার ক'র্‌তে।—

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা, বেসেছো তাদের ভালো?'

এই তো কবির কথা যুগে যুগে, দেশে দেশে।

'সে কোন্ স্মরণাতীত যুগে—কোন্ সত্যকালে এই আর্য্যভূমির ব্রহ্মাবর্তে, কোন্ পুণ্যতোয়া সরস্বতী-দৃষদ্বতীর পবিত্রতীরে শান্ত-রসাস্পদ তপোবনে, কোন্ দেবকল্প মহামানবের জগতের অধিবাসীকে অভয় কণ্ঠে ডেকে ব'লেছিলেন, —শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ--'সেই আত্মলব্ধ ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্ব-দর্শীদের মধ্যে' রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আমরা কল্পনা ক'র্‌তে পারি। সত্যই তিনি ছিলেন আত্মলব্ধ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি।

আবার, 'সেই যে কবে, কোন্ অরণ্যের স্নিগ্ধছায়াচ্ছন্ন যজ্ঞবেদীমূলে সমবেত মহর্ষিবৃন্দ গগন পবন মুখরিত ক'রে উদাত্ত কণ্ঠে সামগান ক'রেছিলেন, সেই অসামান্য গায়কমণ্ডলে' আমরা দেখ্‌তে পাই 'সুকণ্ঠ' রবীন্দ্রনাথকে।

সত্যি তো রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ক'রেছিলেন সমস্ত বিশ্ববাসীকে তাঁর সঙ্গীতের অমৃত ধারায়। তাই তো 'জগৎজিনে' যে মালা তিনি এনেছিলেন বাংলাদেশে, তার জন্য বাঙালী আজ ধন্য।

আবার, সেই সুপ্রাচীন যুগে যখন ভারতীয় ঐতিহ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো বিতরণ ক'রেছিলো, যখন 'পুণ্যশ্লোক আর্য্যঋষিগণ গম্ভীর কণ্ঠে জগতে অতুলনীয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পবিত্র হোমানলে অগ্নিদেবতাকে যজ্ঞাহুতি দিতেন,' তখন সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি বর্তমান ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রতি সুমহান যে প্রেম রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, সেই প্রেমময় সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্ছনাই আমরা একদিন শুনেছিলাম তপোবনের 'নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব পরমোপাসক' ঋষিদের কণ্ঠে,—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো মা অমৃতংগময়।

নৈমিষারণ্যের বিয়োগবেদনা কাতর ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে অভিভূত হ'য়ে যে অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন মহাকবি বাল্মীকি, রবীন্দ্রনাথেও আমরা দেখ্‌তে পাই বিয়োগ বেদনার সেই অমৃত ঝঙ্কার।

তাঁর কাব্যে আমরা দেখ্‌তে পাই তথাগত বুদ্ধকে 'আনন্দঘন' প্রেমময় মূর্ত্তিতে, যে রাজার ছেলে জগতে প্রেম বিতরণের জন্য, অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন।

তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই সেই সব মহারত্নের মধ্যে যাঁরা 'মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মণ্ডল'কে পরিশোভিত ক'রেছিলো।

তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই, সেই স্মরণাতীত যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অমানিশার রাত্রির মধ্যে। তাই তিনি 'স্রষ্টা, দ্রষ্টা, অদ্বিতীয় মহামানব।'

তাই যুগ যুগ ধরে দেখা যায় তাঁর আবির্ভাব 'শত সহস্র স্থানে, শত সহস্র রূপে, শত সহস্র বেশে।'

কখনো তিনি রাজার ছেলে—'born with a silver spoon in his mouth,'—ধনীর দুলাল রাজবেশে দৃশ্যমান। আবার কখনো তিনি বাউল ফকির 'একতারা হাতে' নৃত্যরত, কখনো 'আত্মভোলা মহাকবি,' কখনো 'জ্ঞানবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী'; কখনো স্বদেশের সুখ দুঃখে কাতর সাধারণ মানুষ,' আবার কখনো 'সর্ব্বমায়ামুক্ত উদাসী ঋষি।

তাই তো তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, লোকে লোকে চিরপূজিত। তিনি তাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তির চেয়েও মহান্। 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহান।'

সেই রবীন্দ্রনাথকে শুধু কি প্রণাম জানিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ ক'র্‌বো? শুধু উৎসব ক'রেই তার পরিসমাপ্তি?

আজ সমস্ত জাতির সম্মুখে, সমস্ত ভারত তথা সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে এই একই প্রশ্ন—ততঃ কিম্?

আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর সেই অমর ভাবধারাকে রূপায়িত ক'রবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'র্‌লেই ধন্য হবো আমরা, ধন্য হবে বিশ্ববাসী।

দুর্ঘটনা এড়ান গেল

সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার কনষ্টেবল সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তীর গুলি ভরা বন্দুকের ট্রিগারে কোনও ক্রমে আচমকা চাপ পড়ায় পুলিশ ব্যারাকের মধ্যেই একটা গুলি বেড়িয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত দু'জন হোমগার্ড অফিসার সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। একজনের নাম বাদল ব্যানার্জী এবং অপরজনের নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। শ্রীচক্রবর্ত্তীর বন্দুকের নলটির মুখ ছাদের দিকে থাকায় গুলিটি বেড়িয়ে গিয়ে ছাদে লেগে ঘুরে আসে এবং শ্রীচৌধুরীর হাতে সামান্য আঘাত করে।

দা'ঠাকুরের কাছে হাতে খড়ি

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

দা'ঠাকুর যে কেবল গান ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাই নয়। তাঁর বিশেষত্ব ছিল যে কোনও ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে মুখে মুখে অনর্গলভাবে এ সব রচনা করতেন। শুধু বাংলা-ভাষায় নয়, বাংলার মত ইংরেজি এবং সংস্কৃত কবিতা রচনাতেও তাঁর অসাধারণ পটুত্ব ছিল। আমার বয়স তখন পনরো, তখনকার দিনের প্রথম শ্রেণীতে (এখনকার দশম শ্রেণীতে) পড়ি। তখন এ অঞ্চলে জঙ্গিপুর হাই স্কুলই একমাত্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তাঁর প্রথমা কন্যার বিয়ে। আমরা প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা এই বিয়েতে তিনটি প্রীতি-উপহার দিব—একটা ইংরেজিতে, একটা সংস্কৃতে ও একটা বাংলায়। তিনখানা প্রীতি-উপহারই আমি লিখলাম। আমার কাঁচা হাত। আমরা দল বেঁধে দা'ঠাকুরের কাছে কবিতাগুলো নিয়ে তাঁকে দিয়ে ভুলত্রুটি ঠিক করে নেওয়ার জন্য এবং তাঁর প্রেসে ওগুলো ছাপিয়ে নেবার জন্য গেলাম। তখন পণ্ডিত প্রেসই জঙ্গিপুর মহকুমায় একমাত্র ছাপাখানা। দা'ঠাকুর তিনটে কবিতাই পড়লেন, খুব খুসী হলেন। সংস্কৃত কবিতাটির দু'এক জায়গায় ছন্দ সংশোধন করে "ছন্দোমঞ্জরী" ভাল করে পড়তে বললেন। পণ্ডিত-প্রেসেই প্রীতি-উপহারগুলো ছাপিয়ে দিলেন। বিবাহ বাসরে তিনিও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন, সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকিল ৺অবিনাশ মৈত্র মশায় বরপক্ষ থেকে একটা কি গোলমালের সূত্রপাত করলেন। দা'ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে মুহূর্ত মধ্যে থামিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে কাছে নিয়ে সকলকে সম্বোধন করে বললেন এই ছেলেটি আজকের এই বিয়েতে স্কুলের ছেলেদের পক্ষে তিনটি প্রীতি-উপহার দিচ্ছে। আমি পড়ছি, আগে আপনারা কবিতাগুলো শুনুন, তারপর গোলমালের বিষয় তুলবেন। এই বলে নিজেই প্রীতি-উপহার কয়খানা এমন সুন্দরভাবে পড়লেন এবং আমার প্রশংসা উচ্ছ্বসিতভাবে করলেন, যাতে সকলের মন অন্যদিকে অনায়াসে ঘুরে গেল। পরে আমাকে কবিতা লিখতে উৎসাহ দিলেন। আমার কবিতা লেখার হাতে খড়ি দা'ঠাকুরের কাছে এইভাবে হলো। তারপর আমার বহু কবিতা তিনি জঙ্গিপুর সংবাদে "রাধারঞ্জন রায়" এবং "ভবভূতি ভাদুরী" এই দুই ছদ্মনামে এবং আমার স্বনামে প্রকাশ করেছেন। রস রচনায় দা'ঠাকুর অননুকরণীয় ছিলেন।

এই রকমের ব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও তিনিই আমার পথিকৃৎ। "কস্যচিৎ নবাগতস্য" এই ছদ্মনামে আমার ধারাবাহিক রচনা এক সময়ে কয়েক মাস ধরে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার বয়স যখন আঠারো তখন আমার প্রথম বৈষ্ণব কবিতা কবি চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশে সাহায্য করে আমাকে বাংলা-দেশের কবি সমাজে পরিচিত করিয়ে দেন। আমি যখন ১৯২৬ সালে শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাস সেনগুপ্ত (টানুবাবু) শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ (ডাক্তার) শ্রীবিজলী মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে দেশবন্ধু পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করি, তিনি তখন পাঠাগারের বার্ষিকউৎসবে সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গণকে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাদের নির্বাচিত কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিকদিগের কাছে স্বয়ং নিয়ে গিয়ে বহু গুণী ও জ্ঞানীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য তাঁদের প্রীতিপাত্র করার কাজে বিপুল উৎসাহ দেখাতেন। বস্তুতঃ দা'ঠাকুরের স্নেহাধিক্যের ফলে বাংলা সাহিত্যে আমার যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সূচনা ও অগ্রগতি। কবিতা রচনা ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনিই আমার প্রথম ও প্রধান গুরু। এই বৈশাখ মাসেই তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান স্মরণ করে যে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' আমার প্রথম হাতে খড়ি সেই দা'ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতিদীপ্ত পত্রিকার নব নব অভ্যুদয় কামনা করছি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে মালিকাবন্ধে রবীন্দ্রবন্দনা

—শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

হে কবি তোমার মধুর কবিতা তোমার গানের কলি।
সকলি সাজায়ে জনম দিবসে চরণে দিব অঞ্জলি॥
কত বিবিধ কাব্যকুসুম মাল্যে সাজালে ভাষা-অঙ্গনে।
কত শত পদ করিলে সৃষ্টি কাব্যের রস মন্থনে॥
যে গীতে তব ঝরিয়া পড়িল সুললিত সুর লহরী।
স্নিগ্ধ মলয় পবনে ছড়ালো মধু মুকুলের মাধুরী॥
পাইয়া জীবন দেবের দেখা আরতি করিলে তাহার।
ছন্দ ও সুর রচিল তাহারই কণ্ঠের ফুল হার॥
কবিতা জনহৃদয় হরিল ভরায়ে ছন্দ মাধুরীতে।
বিশ্ব কবি জানাই প্রণাম মধুময় সুর লহরীতে॥

জঙ্গিপুরের পাঁচালী

(১ম পর্ব্ব)

"অথ জলপতি, দেবরাজ কথা"

—শ্রীশিবানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহকর্ম্ম শেষে দেবী সুরেশ্বরীর আদেশ অনুযায়ী গভীর রাত্রিকালে আলো জ্বালাইয়া কাগজ কলম লইয়া পাঁচালী রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সহসা ছায়াচিত্রের ন্যায় নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল স্বর্গ-লোকের ছবি। দেখিলাম—

দেব সভা মাঝে ইন্দ্র আছেন বসিয়া।
দিকপালগণ বসি তাঁহারে ঘিরিয়া॥

দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার চতুর্দিকে দশদিকপাল ও উপাদকপালবৃন্দ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। দেবরাজের পার্শ্বে স্বয়ং গণদেবতা উপবিষ্ট। তাঁহার ভাবলেশহীন মুখে গজশুণ্ড ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। দেখিয়া বোঝা যায় তিনি তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। সভার কোথায় কি হইতেছে সে বিষয়ে তিনি নির্বিকার। দেবরাজ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সহসা জনৈক দিকপাল দণ্ডায়মান হইয়া দেবরাজ ও গণদেবতাকে প্রণাম করিয়া সভায় তাঁহার অভিযোগ পেশ করিলেন।

"শুন শুন দেবরাজ, শুনহ গণেশ।
জলাভাবে জঙ্গিপুর হ'লো বুঝি শেষ॥
এক ফোঁটা রস নাই ভাগীরথী বুকে।
কাদা আর বালি উঠে নলকূপ মুখে॥
গণদেব বরে যারা বসিয়া আসনে।
তাহারা উপায় চিন্তে শুধু মনে মনে॥
খরচের হিসাব তারা করে রাশি রাশি।
কখনো একাশি হয় কখনো বিরাশি॥
নলকূপ সারাবে কি বসাবে মেসিন।
শুধু এই চিন্তা করে বসি নিশিদিন॥
প্রকৃত কাজের কাজ কিছুই না হয়।
দৃষ্টি যদি নাহি দাও সৃষ্টি পাবে লয়॥
আর দেরী হ'লে দেব সৃষ্টি হবে শেষ।
বুঝিয়া উপায় শীঘ্র করহ গণেশ॥

অভিযোগ পেশ করিয়া বক্তা আসন গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ গণদেবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাইয়া দেখিলেন ততক্ষণে তিনি গভীর নিদ্রাভিভূত। তাঁহার অতি ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ মুদ্রিত। গণদেবতা জাগরিত হইয়া তাঁহার শক্তি প্রয়োগে এই সঙ্কট দূর করিবেন এই চিন্তা অর্থহীন বোধ করিয়া দেবরাজ জলাধিপতি বরুণদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হে জলাধিপতি, ইহা আপনার দপ্তরের অন্তর্গত, অতএব—

"সে কারণে, অভিযোগ ভালরূপে শুনি।
সভাকে জানাও তুমি সব বিবরণী॥"
ইন্দ্র আজ্ঞা জলপতি শিরোধার্য্য করি।
ভাষণ দানিতে উঠে নথিপত্র ধরি॥
"শুনহ পরমপূজ্য দিকপালগণ।
জলাভাব হেতু আমি করি বিশ্লেষণ॥"

তিনি বলিলেন—হে দেবতাগণ আপনারা সকলেই জানেন, পূর্ব্বতন দিকপালবৃন্দ যাঁহারা জঙ্গিপুরের মঙ্গলামঙ্গলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং গণদেবতা পরম স্নেহভরে যাঁহাদিগকে নিজ মস্তকে সম্মান দিয়াছিলেন, তাঁহারা জলশোধক যন্ত্রের সাহায্যে মা গঙ্গার বক্ষের অমৃত রস সরবরাহের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনার কথা শুনিয়া জঙ্গিপুরবাসী ভাবিয়াছিলেন, "তাঁহারা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই—

"খেয়ালের বশে মাথা গণদেব নাড়ে।
বাঘা বাঘা দিকপাল ভূতলেতে পড়ে।"

গণদেবতার স্নেহভাজন পরবর্ত্তী দিকপালবৃন্দ এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া—

ব্যয় ও সময় কথা করি অনুমান।
বিরত হইল দিতে তার রূপদান॥
নূতন ব্যবস্থা তাঁরা চিন্তে মনে মনে।
শুন শুন দেবগণ কহি এই ক্ষণে॥
পাতাল গঙ্গার জল আহরণ ক'রে।
পাঠাইবে ভাবিল প্রতি ঘরে ঘরে॥
কপাল হইলে মন্দ কি করিতে পারি।
নলকূপ অকেজো হ'লো, নাহি উঠে বারি॥
পাতাল ভাণ্ডার মম নিঃশেষিত আজ।
দোষী আমি নাহি শুন, দোষী দেবরাজ॥
মেঘলোক তবে নেন দেবরাজ ঋণ।
ঋণ শোধ নাহি করে আমি জলহীন॥
সে কারণে অনুরোধ করি যে তাঁহারে।
আদেশ করুন ঋণ শোধ করিবারে॥"

জলপতি তাঁহার ভাষণ সমাপন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ সভাপতির ভাষণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমেই জলাধিপতির অভিযোগ অস্বীকার করিয়া কহিলেন—

'শুন শুন দেবগণ শুন দিয়া মন।
জলপতি অভিযোগ করি যে খণ্ডন॥
মাস কয় আগে ঋণ করিবারে শোধ।
জলধরে জানাইনু মোর অনুরোধ॥
অনুরোধ রক্ষা তরে দেব জলধর।
দিবানিশি বৃষ্টি ঢালে ধরণী উপর॥
বরুণ ভাণ্ডার পূর্ণ, রাখিতে না পারে।
তাহে বিপর্য্যয় দেখা দিল গত বারে॥
ডুবে গেল পথ ঘাট ভাঙ্গে ঘরবাড়ী।
'সম্বর সম্বর বৃষ্টি,' কহে নরনারী॥
সে কারণে কার দোষ বোঝা নাহি যায়।
বুঝিবারে দোষ কার, করেছি উপায়॥"

দেবরাজ কিয়ৎক্ষণ ভাষণ বন্ধ করিলেন। তারপর পুনরায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে দেবগণ, জলাভাবের জন্য দায়ী কে? ইহা নির্দ্ধারণের জন্য আমি একটি তদন্ত কমিশন বসাইবার প্রস্তাব করিতেছি। এই কমিশন যথাসময়ে তাঁহাদের তদন্ত বিবরণী দেব সভায় দাখিল করিলে আবার সভায় এই বিষয় আলোচিত হইবে। অদ্য তদন্ত বিবরণী প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইল।" সভা মুলতুবী হওয়ায় দিকপালগণ স্বস্তি পাইলেন। তখন

'সাধু-এ প্রস্তাব' বলি যত দেবগণ।
দেবেন্দ্র প্রস্তাব সবে করে সমর্থন॥
সভা ভঙ্গ হ'লো এবে বলে প্রতিহারী।
বাহিরিতে দেবগণ করে তাড়াতাড়ি॥

সভা ভঙ্গ হওয়ায় গণদেবতা তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উন্মিলিত করিয়া সভার শেষ দৃশ্য অবলোকন করতঃ গজওষ্ঠ ঈষৎ উন্মোচন করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া পুনরায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

"এ পাঁচালী যেবা শুনে যেবা পাঠ করে।
দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় দেবগণ বরে॥
শিবানুজ সুরেশ্বরী বরে বলীয়ান।
রচিল অপূর্ব্ব এই পাঁচালীর গান॥"

রবীন্দ্র জয়ন্তী

১ম পৃষ্ঠার পর

সাগরদীঘি থানার ফুলসহরী গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আবৃত্তি পাঠ, জীবনী আলোচনা ও 'একটি পয়সা' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মহাঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।

গত ২৬শে বৈশাখ সন্ধ্যায় স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'নটীর পূজা' নাটকটি অভিনীত করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় হাস্যকৌতুক পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দেন। তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি কালাচাঁদ ঘোষের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর সাবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ১৭-৪-৭১ তারিখের ১৯৫ নম্বরের একখানি ১৷৷৹ টাকা মূল্যের সাদা ষ্ট্যাম্প উদ্ধারের জন্য ৭৫/সি/৭২ নং মোকর্দ্দমা করি। উক্ত মোকর্দ্দমায় কালাচাঁদ ঘোষ কোর্ট হইতে নোটীশ পাওয়ার পর গত ১৭-৪-৭২ তারিখে আদালতে হাজির হইয়া লিখিত দরখাস্ত দিয়া বলেন যে তাঁহার নিকট ঐ তারিখে খরিদা কোন ১৷৷৹ টাকার মূল্যের ষ্ট্যাম্প নাই।

এক্ষণে উক্ত সাদা ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া আসামী বা অন্য কেহ যদি কোন দলিল কি কোবালা সম্পাদন করেন তবে তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং তাহার দ্বারা আমি আদৌ বাধ্য থাকিব না। ইতি ২-৫-৭২

কোলেবাস সেখ পিতা মৃত তুরফৎ সেখ
সাং বাহাদিডাঙ্গা, থানা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

আবেদন

রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবিরের উদ্যোগে সেবাশিবির মাঠের একাংশে শিশু উদ্যান নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে গত ৩৫।৭২ তারিখে কার্য্যকরী সমিতির সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ঐ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে স্থানীয় পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং শম্ভুনাথ রায় ও আরতি ব্রহ্মকে সহঃ সভাপতি এবং সুভাষ সেনগুপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরীকে যুগ্ম সম্পাদক, তপনকুমার রায়কে সহঃ সম্পাদক এবং অমরনাথ ব্যানার্জীকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের লইয়া একটী উপ-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। আমাদের আবেদন স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্যদানে সহায়তা করিবেন।

বিনীত—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সভাপতি
শ্রীউদয়শংকর রায়, সাধারণ সম্পাদক

জলে ডুবে মৃত্যু

গত ৪ঠা মে বেলা ১১টা নাগাদ জীবন-বীমা কর্পোরেশনের রঘুনাথগঞ্জের ডেভেলপমেণ্ট অফিসার শ্রীশান্তিনারায়ণ অধিকারী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রলয় বাসার নিকটস্থ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে অকস্মাৎ ডুবে মারা যায়। তার মৃত্যুর জন্য পরদিন রঘুনাথগঞ্জ স্কুল বন্ধ থাকে। শোকাচ্ছন্ন পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই।

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।